Semester II
CORE COURSE 03
(SOCACOR03T)

INTRODUCTION TO SOCIOLOGY – II
MODULE 4: CONFLICT PERSPECTIVE

4.3 Georg Simmel

জার্মান সমাজবিদ জর্জ সিমেল তার পুস্তক "Conflict"-এ দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত নিজের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন যে, মানবজীবনের "দ্বৈততা" (Dualism) আবশ্যকরূপে পাওয়া যায়। তিনি মানব জীবনকে বেশকিছু পরস্পরবিরোধী উপাদানসমূহের সংমিশ্রণ বলে মনে করেন যার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা, সাম্যতা ও বৈষম্য, স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনের উপাদান পাওয়া যায়। এইপ্রকার দ্বৈত সমাবেশকে স্বীকার করতে গিয়ে সিমেল বলেছেন যে সহানুভূতিশীলতা ও শত্রুতা মানবীয় সম্পর্কের মূল্যবোধের মধ্যে পাওয়া যায়। এই দুটির প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনের ক্ষেত্রে জন্মগত।

সিমেল-এর মতানুসারে, মানুষের মধ্যে হিংসাবৃত্তি বা আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি জন্মগত। তিনি বলেন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাপ্ত তীব্র দ্বন্দ্ব প্রায়শই ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এইভাবে ব্যক্তি বা সমষ্টি দ্বন্দ্বের জন্য কোন না কোন সুযোগ খোঁজে কিংবা এমন কোন শত্রুকে খুঁজে বের করে, যার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যায়। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতিতে সহানুভূতির চেয়ে বিরোধিতাই সুগম ভাবে ঘটে থাকে। আদিম সমাজে সাধারণত শত্রুর সম্পর্ক বেশি পাওয়া যায় এবং প্রতিরোধের জন্যই প্রতিরোধ করা হতো। সিমেল-এর মতানুসারে, সকল প্রকার সংঘর্ষের ব্যাখ্যা কেবল মানুষের আক্রমণাত্মক এবং হিংসাত্মক উৎসের ভিত্তিতে করা যায় না। দ্বন্দ্ব সাধারণত স্বার্থসমূহের বাস্তবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের জন্য উৎপন্ন হয়। দ্বন্দ্বের জন্যই একটি গোষ্ঠী একটি দলে পরিণত হয়। দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীর সীমা নির্দেশ করে, এই পরিস্থিতিই সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণ করে, মূল্যবোধের নিশ্চিত স্বরূপ প্রদান করে ব্যক্তিজীবনকে একটি অবিরাম গতি প্রদান করে এবং সুসংগঠিত গোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণত এটা বলা হয়ে থাকে যে, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে যে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তা তাদের মধ্যে প্রাপ্ত সংঘাতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কিন্তু সহযোগিতা এবং সংঘাতের যে বিবিধ মিশ্রণ পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে এই সারাংশ পাওয়া যায় যে বাইরে থেকে বিদ্রোহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শান্তি যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত করা উচিত। অন্যভাবে, সিমেল মনে করতেন যে, সংঘাত সবসময়ই লাভদায়ক হয়ে থাকে এবং সকল প্রকার সংঘর্ষের এইটাই একমাত্র কাজ। তিনি এটা বলেননি যে, সংঘাতমুক্ত সমাজের কল্পনাই করা যায় না। একটি ঘনিষ্ঠ ও বৃহৎরূপে মানবীয় আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে সর্বদাই সহানুভূতি ও সংমিশ্রন পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ ভালোবাসা ততটাই দুর্লভ যতটা বিশুদ্ধ ঘৃণা। একটি সুসংগঠিত গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত সমাজ দ্বারা নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রাপ্ত করবার প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, যাকে উভয়পক্ষই স্বীকার করে। এই প্রকারের সংঘাতে গোষ্ঠীর মধ্যে দৃঢ়তার সঞ্চার হয় এবং গোষ্ঠীর সাধারণ মূল্যবোধের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সবচেয়ে বেশি বিনাশকারী এবং তীব্র দ্বন্দ্ব সেই সকল পক্ষে হয়, যারা প্রথম থেকেই গোষ্ঠীর সাক্ষ্য এবং

সুদৃঢ়তার সূত্রে বাঁধা আছে। তখন উভয় পক্ষই ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় বৃহৎ সম্পর্ক ব্যবস্থার প্রাপ্ত করার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যাকে পাওয়ার জন্য অন্যপক্ষ ফাঁকি দিয়েছে।

সিমেল বাহ্যিক কাঠামোর, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলিও উল্লেখ করেন। সুসংঘটিত সমগ্রকে বা গোষ্ঠীকে নিজ কাঠামোকে সুদৃঢ় করবার এবং নিজের উপায় সংগ্রহ করার জন্য বাধ্য করে। এমন পরিস্থিতিতে গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তরিক আন্তঃক্রিয়া তীব্র হয়ে যায়, শৃঙ্খলা সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং বিচলিত ব্যবহারের প্রতি সহনশীলতার মধ্যে অভাব পাওয়া যায়। কখনো কখনো উপায় সংগ্রহের এই চেষ্টা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সামনে এনে দাঁড় করায়। অবদমিত বিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে এবং গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এই সময় গোষ্ঠী আকার বা ক্ষেত্রকে ছোট করে ও এক শক্তিকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অতীতের শত্রুর সাথেও জোট গঠন করে নেওয়া হয়। কারণ, তার উদ্দেশ্য তৎকালীন সর্বসাধারণের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এই প্রকারের অস্থায়ী জোট কখনো কখনো স্থায়ীরূপ নিয়ে নেয় এবং নতুন প্রকারের সংগঠনের জন্ম দিয়ে থাকে। সিমেল-এর মতানুসারে, সংঘাত ও গোষ্ঠীর জোট বাঁধন একটি পর্যায়ক্রমিক ঘটনা — কারণ, প্রায় সকল বৃহৎ সংগঠন সংঘাতের থেকেই বিকশিত হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের পরিবর্তনই অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সংঘর্ষের পরিনামস্বরূপই হয়ে থাকে।

সিমেল বলেন যে কোন চলতি প্রতিষ্ঠানে সংঘাতকে দুটি ভিন্ন স্বরূপে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে স্বীকার করবার জন্য সদস্যদের মধ্যে তৎপরতা পাওয়া যায়। সেখানে বাহ্যিক প্রভাব অনুসারে পরিবর্তনশীলতা পাওয়া যায়। সাধারণত, শত্রুর উপস্থিতি অভ্যন্তরীণ সত্তা-এ বৃদ্ধি করে। এই অভ্যন্তরীণ সত্তা হয় শত্রুর হারের পর কমে যাবে, নতুবা স্বয়ং ওই সংগঠনের হারের পর নিষ্ক্রমণ হয়ে পড়বে। কারণ, তখন সদস্যদের ওপর তার প্রভুত্ব কমে যাবে তার প্রভুত্ব কমে যাবে।

সিমেল সংঘাতের পর সমন্বয় এবং বিতরনের উপায় নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন। অন্যভাবে, সংঘাত হলো এমন একটি আবশ্যক যন্ত্র যার মাধ্যমে দুটি সংগঠনের সাপেক্ষিক দৃঢ়তাকে জানতে পারা যায় এবং তার মধ্যে দুর্লভ উপায়ও নির্ধারণ করা হয়। সংঘাতের এই কাজের জন্য অনেক সংস্থায় নতুন নতুন প্রতিবাদী সমূহকে খাড়া করবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। সংঘাত শত্রুসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে এবং যখন বাস্তবিক শত্রু থাকে না তখন কাল্পনিক শত্রু গঠন করবার প্রেরণা দেয়।

সিমেল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি (Propositions) উল্লেখ করেছেন:

1) দ্বন্দ্বসমূহ নিষ্ঠা বজায় রাখার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

2) দ্বন্দ্বসমূহের বা সংঘের সংরক্ষণ বা সেটি বাল্বের কাজ করে, অর্থাৎ
দ্বন্দ্ব শত্রুতাপূর্ণ উদ্বেগকে ব্যক্ত করার জন্য সুযোগ প্রদান করে। যদি এইরকম না হয়, তবে সংঘাত প্রতিরোধের সম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

3) সিমেল সংঘাতের দুটি রূপ বলেছেন — বাস্তবিক এবং অবাস্তবিক। যখন সংঘাত একটি উপায়রূপে কাজ করে, তখন তাকে বাস্তবিক দ্বন্দ্ব বলে, যখন সংঘাত স্বয়ং একটি উদ্দেশ্য রূপে দৃষ্ট হয় তখন তাকে অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব বলা হয়।

4) সিমেল-এর মতানুসারে সংঘাত এবং শত্রুতাপূর্ণ প্রবৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায়।

5) সিমেল-এর মতানুসারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে অধিক সংঘাত পাওয়া যায়।

6) সিমেল-এর মতানুসারে সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হবে, দ্বন্দ্ব ততই তীব্র হবে।

7) বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সব গোষ্ঠীতেই পাওয়া যায়।

8) সংঘাত সম্পর্কের স্থায়িত্বেরও সূচক।

9) অন্য গোষ্ঠীর সাথে সংঘাত হওয়ার জন্য সংঘাত চলাকালীন গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ঐক্য বৃদ্ধি পায়।

10) দ্বন্দ্ব নতুন নিয়ম, সংস্থা এবং মানদন্ডের স্থাপনে সহায়ক। এর মাধ্যমে পুরানো মানদন্ড পুনর্জীবন লাভ করে এবং নতুন মানদণ্ডের স্থাপন করা হয়।

11) দ্বন্দ্বের দ্বারা শক্তির ভারসাম্যও রক্ষা করা যায়।

12) দ্বন্দ্ব সমাজ বা গোষ্ঠীর পরিধি তথা পরিচয় নির্ধারণ করে।